২৮/৭/২০০৮

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ঃ ... পৃষ্ঠা ...০২... কলাম ...১৩...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম আবার ব্যাহত

আবার আন্দোলন-ধর্মঘট ঃ হল দখলের হুমকি-পালটা হুমকি

মোশতাক আহমেদ ॥ কিছুসংখ্যক অছাত্র, বহিরাগত, সন্ত্রাসী, বিবাহিত ও অনিয়মিত ছাত্র নেতার নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার মুখে। ছাত্রদল ও ছাত্রঐক্যের ডাকা ধর্মঘটের জন্য ১০ হাজার ৫শ ৫১ জন ছাত্রছাত্রী তাদের রুটিন মোতাবেক পরীক্ষা দিতে পারছে না। এসব কারণে ৮ মাসের সেশনজটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ১শ ১৫টি আইটেমের পরীক্ষায় ১০ হাজার ৫শ ৫১ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নিচ্ছে। এসব পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে শেষ পর্ব এম. এ/এম. এস.এস/এম. এসসি/এম. ফার্মা ১৯৯৯, এম. এসসি নিউট্রিশন ২০০০, এলএলএম কোর্স-এ ১৯৯৯, ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষ সম্মান এলএলবি ২০০০, ২য় বর্ষ বি.এ/বি.এসএস/বি.এসসি ২০০০, ১ম বর্ষ বি.এসএস সম্মান (সমাজকল্যাণ) ২০০০।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ কলেজের পরীক্ষাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১ম পেশাগত বিএএমএস সাপ্লিমেন্টারি ও ২য় পেশাগত বিএইচএসএস সাপ্লিমেন্টারি ১৯৯৮ এবং এম. এসসি (গার্হস্থ্য অর্থনীতি) ১৯৯৮।

এসব পরীক্ষার সময় ছাত্রদল ও ছাত্রঐক্যের ডাকা ধর্মঘটের কারণে ছাত্রছাত্রীরা রুটিন মোতাবেক পরীক্ষা দিতে পারছে না। ফলে পরীক্ষাগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে। দেখা দিচ্ছে সেশনজট।

ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের হল দখলকে কেন্দ্র করে হুমকি-পালটা হুমকির ভয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রী হল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তারা ঠিকমতো ক্লাস করতে পারছে না। ছাত্রছাত্রীর অনুপস্থিতির কারণে শিক্ষকরাও ক্লাশ নিতে পারছেন না। ফলে ক্লাসগুলোও পিছিয়ে যাচ্ছে।

ছাত্রঐক্যের গত ২৪শে জুলাইয়ের ধর্মঘটের কারণে ১ হাজার ছাত্রছাত্রী ঐদিন পরীক্ষা দিতে পারেনি। এ পরীক্ষা কবে হবে তাও বলা যাচ্ছে না। উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে ছাত্রদল আগামী ২৯শে জুলাই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্মঘট কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে। এমনকি তারা ক্যাম্পাসকে অচল করে দেয়ারও হুমকি দিয়েছে। তারা হল দখল করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে। ছাত্রলীগও হলে আধিপত্য বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। তারাও বলছে, যেকোন উপায়ে হল দখলে রাখবে। এসব ছাত্র সংগঠনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন এখন হুমকির সম্মুখীন। অথচ এসব ছাত্র সংগঠন যারা পরিচালনা করছে তাদের কারো ছাত্রত্ব নেই। দুই একজন পরীক্ষা না দিয়ে তাদের ছাত্রত্ব বজায় রেখেছেন। এদের মধ্যে আবার বেশিরভাগ ছাত্রনেতাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ছাত্রদলের সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক সাহাবউদ্দিন লাল্টুর ছাত্রত্ব নেই এবং এরা দুইজনই বিবাহিত। ছাত্রলীগের সভাপতি বাহাদুর বেপারি পরীক্ষা না দিয়ে ছাত্রত্ব বজায় রেখেছেন, সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনের ছাত্রত্ব নেই। ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্রমৈত্রীসহ কয়েকটি বাম ছাত্র সংগঠন নিয়ে গঠিত ছাত্রঐক্যের অবস্থাও একই। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হাসান তারিক চৌধুরী সোহেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নন। সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পরীক্ষা দেয়ার কথা। ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি নুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক খোকন দাসের ছাত্রত্ব নেই। ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি দীপঙ্কর সাহা দীপু, সাধারণ সম্পাদক সাব্বাহ আলী খান কলিন্সের অনেক আগেই ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে। এসব অছাত্র ছাত্রনেতাদের অযাচিত সিদ্ধান্তের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ. কে আজাদ চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক মন্তব্য করেন, এভাবে ধর্মঘট আর হল দখলের রাজনীতি চলতে থাকলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ মাসের সেশনজট দেখা দেবে।